www.bdniyog.com

২৭. ভারত বিভক্তের সময় ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন? [টেলিফোন বোর্ডের সহকারী পরিচালক : ৯৫]
ⓚ এটলি ⓛ চার্চিল
ⓖ ডিজরেইলি ⓘ গ্লাডস্টোন
উত্তর: ক

২৮. ১৯৪৭ সালের সীমানা কমিশন যে নামে পরিচিত- [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঘ ইউনিট) : ০৮-০৯]
ⓚ র‍্যাডক্লিফ কমিশন ⓛ সাইমন কমিশন
ⓖ লরেন্স কমিশন ⓘ ম্যাকডোনাল্ড কমিশন
উত্তর: ক

২৯. অবিভক্ত বাংলার সর্বশেষ গভর্নর ছিলেন- [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঘ ইউনিট) : ০৬-০৭]
ⓚ স্যার জন হার্বার্ট ⓛ এন্ডারসন
ⓖ স্যার এফ বারোজ ⓘ আর জি কেসি
উত্তর: গ

৩০. **The British ruled the Indian Sub-Continent for about .... years.** [Premier Bank Ltd. Trainee Junior Officer : 09]
ⓐ 500 ⓑ 450 ⓒ 400
ⓓ 300 ⓔ 200 ⓕ 150
ⓖ 100
Ans. e

ব্যাখ্যা: ব্রিটিশদের ভারতীয় উপমহাদেশ শাসনকাল= ১৯৪৭ খ্রি. - ১৭৫৭ খ্রি. = ১৯০ বছর।

BCS Spotlight

বাংলার জাগরণ ও সংস্কার আন্দোলন

ইংরেজরা তাদের শাসন পাকাপোক্ত করার লক্ষ্যে দেশীয়দের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত একটি অনুগত শ্রেণি তৈরিতে মনোযোগ দেয়। ১৭৮১ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এর ধারাবাহিকতায় হিন্দুদের জন্যে ১৭৯১ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় সংস্কৃত কলেজ। ১৮৫৭ সালে উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে 'কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলন (Movement of Fakirs and Sannyasis)

ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি ক্ষমতা লাভের পর সর্বপ্রথম যে বিদ্রোহ হয়েছিল তা ইতিহাসে 'ফকির বিদ্রোহ' নামে পরিচিত। ফকিররা ১৭৬৩ সাল থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহারের বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ করেছিলেন। ফকিরদের সাথে সন্ন্যাসীরাও ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন এবং কোম্পানির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধে মীর কাসিম ইংরেজদের বিরুদ্ধে ফকির-সন্ন্যাসীদের সমর্থন কামনা করেন। ফকির-সন্ন্যাসীগণ মীর কাসিমের পক্ষে যুদ্ধও করেছিলেন। বক্সারের যুদ্ধে মীর কাসিম পরাজিত হলেও ফকির-সন্ন্যাসীগণ তাদের আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকেন। ফকির আন্দোলনের নেতা ছিলেন মজনু শাহ, মুসা শাহ, চেরাগ আলী, ভবানী পাঠক, নূর আলদ্বীন, পীতাম্বর প্রমুখ। মজনু শাহের নেতৃত্বে ফকিরগণ রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা, রংপুর, দিনাজপুর, ঢাকায় ইংরেজ বিরোধী তৎপরতা শুরু করেন। মজনু শাহের মৃত্যুর পর যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে ফকির আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে।

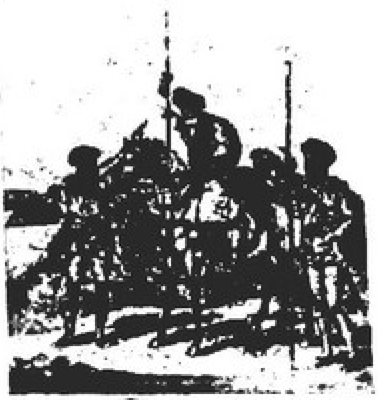

ফকির মজনু শাহ

Download More PDF @ www.BDNiyog.com

Scanned by CamScanner

চাকমা বিদ্রোহ (Chakma rebellion) - ১৭৭৭-১৭৮৭ খ্রি.

১৭৬০ সালে চট্টগ্রাম জেলা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে আসে। ১৭৬১ সন থেকে নতুন কোম্পানি সরকার বার বার রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে থাকে। ১৭৭২-৭৩ সাল থেকে চাকমা রাজা জোয়ান বকসকে মুদ্রায় রাজস্ব দিতে বাধ্য করা হয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে মুদ্রা অর্থনীতি প্রচলনের ব্যবস্থা করা হয়। এতে পার্বত্য জীবনে অস্থিরতা দেখা দেয়। ১৭৭৭ সালে রাজস্বের হার আরও বৃদ্ধি করা হলে প্রধান নায়েব রানু খান রাজা জোয়ান বকসের সম্মতিক্রমে কোম্পানির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। রুনু খানকে দমন করতে কোম্পানি বার বার সৈন্য প্রেরণ করে কিন্তু প্রত্যেক বার কোম্পানিকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসতে হয়। এভাবে যুদ্ধ চলে প্রায় দশ বছর। অবশেষে কোম্পানি ক্লান্ত হয়ে ১৭৮৭ সালে চাকমা রাজার সাথে সন্ধি স্থাপন করেন।

তিতুমীরের আন্দোলন (The Movement of TituMir)

তিতুমীর ১৭৮২ সালে পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসত মহকুমার অন্তর্গত চাঁদপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিতুমীরের প্রকৃত নাম মীর নেছার আলী। ওয়াহাবি আন্দোলনের সূত্র ধরে তিতুমীর প্রথম বারাসতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তিনি চব্বিশ পরগণার কিছু অংশ, নদীয়া ও ফরিদপুরের কিছু অংশ নিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা করেন। তাঁকে দমন করতে প্রেরিত ইংরেজ বাহিনী তিতুমীরের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। এ বিদ্রোহ বারাসতের বিদ্রোহ নামে পরিচিত। বারাসতের বিদ্রোহের পর তিতুমীর ইংরেজদের সাথে যুদ্ধ অনিবার্য বুঝতে পেরে নারিকেলবাড়িয়ায় ১৮৩১ সালে বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন। কোম্পানি সরকার ১৮৩১ সালে ইংরেজ লেফটেন্যান্ট কর্নেল স্টুয়ার্টের নেতৃত্বে এক বিরাট বাহিনী প্রেরণ করে। ১৯ নভেম্বর ভীষণ যুদ্ধ হয়। ইংরেজ কামান ও গোলাগুলিতে বাঁশের কেল্লা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়। তিতুমীর ও তার চল্লিশ সহচর শহীদ হন। তিতুমীর প্রথম বাঙ্গালী হিসাবে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে শহীদ হন।

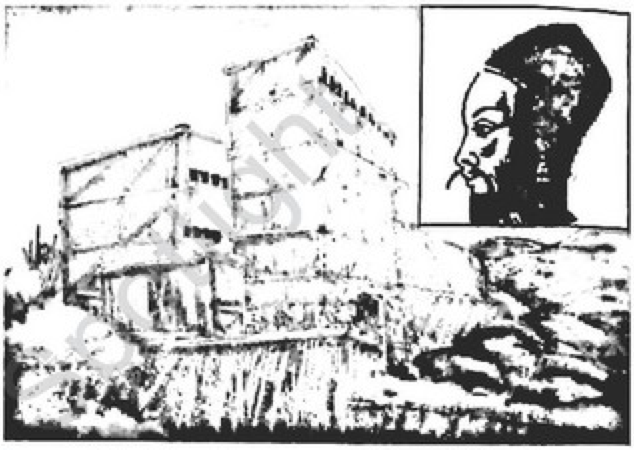

তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা (ইনসেটে তিতুমীর)

হাজী শরীয়তুল্লাহ

ফরায়েজী আন্দোলন (The Movement of the Faraizis)

বাংলায় ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মুসলমান সমাজে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে চরম দুর্দশা নেমে আসে। মুসলমান সমাজের এ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অধঃপতন দেখে যিনি এর সংস্কারের জন্য এগিয়ে আসেন তিনি হলেন হাজী শরীয়তুল্লাহ। হাজী শরীয়তুল্লাহ ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে মাদারীপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ইসলামের ফরজ পালনের জন্য তিনি জোর প্রচার চালান। এ ফরজ থেকে এ আন্দোলনের ফরায়েজি হয়েছে। ফরায়েজি আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র ছিল ফরিদপুর জেলা। হাজী শরীয়তুল্লাহর মৃত্যুর পর এ আন্দোলনের

Download More PDF @
www.BDNiyog.com
Collected by : Mohammad Ruhul Kabir Reza Edited by : Ajgar Ali Copyright : https://www.facebook.com/groups/bcsspotlight
Scanned by CamScanner

www.bdniyog.com

নেতৃত্ব দেন তাঁর সুযোগ্য পুত্র মহসিনউদ্দীন ওরফে দুদু মিয়া। দুদুমিয়ার নেতৃত্বে ফরায়েজী আন্দোলন সংস্কার আন্দোলনের গণ্ডি পেরিয়ে রাজনৈতিক রূপ লাভ করে। ফরায়েজি আন্দোলন ধর্মীয় সংস্কারের জন্য সূচিত হলেও পরবর্তীতে তা কৃষকদের আন্দোলনে রূপ লাভ করে। ধর্মীয় সংস্কারের পাশাপাশি কৃষকদের জমিদার ও নীলকরদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করা ছিল এ আন্দোলনের লক্ষ্য। 'জমি থেকে খাজনা আদায় আল্লাহর আইনের পরিপন্থী'-খাজনা আদায়ের জন্য জমিদারদের অত্যাচার রোধকল্পে দুদুমিয়া আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য এ উক্তি করেন।

সাঁওতাল বিদ্রোহ

উত্তরবঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের কিছু অঞ্চলে বসতি আছে সাঁওতাল জাতির। এ অঞ্চলকে এক সময় সাঁওতাল পরগণা বলা হতো। ইংরেজ আমলে এ অঞ্চলের জমিদারদের অত্যাচার বেড়ে গেলে তারা প্রতিবাদী হয়ে উঠে। নেতা তাদের দুই ভাই - সিধু আর কানু। ইংরেজ সেনাপতি মেজর বারোজের নেতৃত্বে বিরাট বাহিনী আক্রমণ করে সাঁওতাল বাহিনীকে। সিধু ও কানুর নেতৃত্বে সেদিন ইংরেজ বাহিনীকে পরাজিত করে সাঁওতালরা বিজয়ী হয়েছিল। বিজয়ের দিনটি ছিল ১৮৫৫ সালের ১৬ জুলাই। পরাজিত ইংরেজ ভীত হয়ে বড়লাট লর্ড ডালহৌসির নির্দেশে আরও বড় সৈন্যবহর নিয়ে বিদ্রোহ দমাতে আসে। কিন্তু সাওতালদের প্রতিরোধের কারণে ইংরেজ বাহিনী ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। বারবার এভাবে পরাস্ত হয়ে ইংরেজ বাহিনী সাঁওতাল বিদ্রোহের গ্রামগুলোতে হামলা চালায়। শিশু ও মহিলাদের নির্বিচারে হত্যা করে। এতে বিদ্রোহ ধীরে ধীরে প্রশমিত হয়ে পড়ে।

১৮৫৭ সালের মহাঅভ্যুত্থান (Great Rebellion of 1857 A.D)

১৮৫৬ সালে 'এনফিল্ড' নামক এক প্রকার বন্দুকের ব্যবহার শুরু হয়। এ বন্দুকের কার্তুজ দাঁত দিয়ে কেটে বন্দুকে ব্যবহার করতে হত। গুজব রটে যে, এ কার্তুজ শুয়োর ও গরুর চর্বি দিয়ে তৈরি। হিন্দু ও মুসলমান সিপাহিদের মনে বদ্ধমূল ধারণা হয়েছিল যে, তাদের ধর্ম বিনষ্ট করে দেওয়ার জন্য ইংরেজ সরকার এ কার্তুজ প্রচলন করে। এ কারণে সিপাহি বিদ্রোহ শুরু হয় এবং দেশময় ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৫৭ সালের ২৬ জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের ব্যারাকপুরের সিপাহিরা প্রথম বিদ্রোহ করে। বাংলায় সিপাহী মঙ্গলপাণ্ডে এবং হাবিলদার রজব আলী এ বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন। ক্রমে বিদ্রোহ বহরমপুর ও মিরাটে ছড়িয়ে পড়ে। লক্ষ্ণৌ, ঝাঁসি, বেরেলি, অযোধ্যা, রহিলাখণ্ড, কানপুর ইত্যাদি ব্রিটিশ বিরোধী কেন্দ্রে পরিণত হয়। সিপাহীদের এই বিদ্রোহে ভারত বর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের শাসকেরা যোগ দেয়। ঝাঁসির রানি লক্ষীবাই, মহারাষ্ট্রের তাঁতিয়া টোপি এরকমই কয়েকজন। বিদ্রোহীরা দিল্লি অধিকার করে মোঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে ভারতের সম্রাট বলে ঘোষণা করে। ১৮৫৭ সালের বিপ্লবকে 'সিপাহি বিদ্রোহ (Sepoy Rebellion)' আবার কেউ কেউ একে 'জাতীয় সংগ্রাম' বলে অভিহিত করেন। এটি ছিল ইংরেজদের বিরুদ্ধে সারা ভারতের স্বাধীনতার জন্য প্রথম বিদ্রোহ। শেষ পর্যন্ত এ সংগ্রাম ব্যর্থ হয়। চার মাস অবরোধের পর ব্রিটিশগণ দিল্লি দখল করে নেয়।

মঙ্গল পাণ্ডে

বাহাদুর শাহ পার্ক (Bahadur Shah Park) পুরান ঢাকার সদরঘাটের লক্ষীবাজারে অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক স্থান যেখানে বর্তমানে একটি পার্ক স্থাপন করা হয়েছে। আঠার শতকের শেষের দিকে এখানে আর্মেনীয়দের একটি বিলিয়ার্ড ক্লাব ছিল। যাকে স্থানীয়রা নাম দিয়েছিল আন্টাঘর। ১৮৫৮ সালে রানী ভিক্টোরিয়া ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করার পর এই ময়দানেই এ সংক্রান্ত একটি

Download More PDF @
www.BDNiyog.com

Scanned by CamScanner

ঘোষণাপত্র পাঠ করে শোনান ঢাকা বিভাগের কমিশনার। সেই থেকে এ স্থানের নামকরণ করা হয় 'ভিক্টোরিয়া পার্ক'। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের পর ইংরেজ শাসকেরা প্রহসনমূলক বিচারে ফাঁসি দেয় অসংখ্য বিপ্লবী সিপাহীকে। জনগণকে ভয় দেখাতে সিপাহীদের লাশ এনে ঝুলিয়ে রাখা হয় এই ময়দানের বিভিন্ন গাছের ডালে। ১৯৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের শতবার্ষিকী উপলক্ষে সিপাহী বিদ্রোহের নেতৃত্বদানকারী মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহদুর শাহের নাম অনুসারে পার্কের নামকরণ করা হয় 'বাহাদুর শাহ পার্ক'।

নীল বিদ্রোহ (Indigo Revolt)

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের ফলে বস্ত্রশিল্পের অভূতপূর্ব উন্নতি সধিত হয় এবং কাপড়ে রং করার জন্য নীলের চাহিদা বেড়ে যায়। এ ব্যবসা ছিল অত্যন্ত লাভজনক। ফলে ইংরেজরা এদেশে নীল চাষ শুরু করে। কিন্তু নীলকররা এদেশের চাষীদের বিভিন্নভাবে ঠকাত। এতে প্রতিবাদ করলে বা নীল চাষে সম্মত না হলে চাষী ও তার পরিবারের উপর চলত অমানুষিক অত্যাচার। নীল চাষীরা তাই প্রথমে সংঘবদ্ধভাবে নীল চাষে অসম্মতি জানায়। নীল প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রথম প্রবাদ পুরুষ সর্দার বিশ্বনাথ। সেকালে আমাদের জাতীয় চেতনার অভাবে দুর্ভাগ্যক্রমে বিশে ডাকাত নামে পরিচিত হয়েছিলেন তিনি। ১৮০৮ সালে ইংরেজদের হাতে ধরা পড়ে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন।

নীল কারখানা

তৎকালীন নদীয়া, বর্তমানে বাংলাদেশের যশোর জেলায় চৌগাছায় সর্বপ্রথম বিদ্রোহ দেখা দেয় বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস এবং দিগম্বর বিশ্বাসের নেতৃত্বে। ১৮৫৯-১৮৬০ এ আন্দোলন ফরিদপুর, যশোর, পাবনা, রাজশাহী, মালদহ, নদীয়া, বারাসত প্রভৃতি স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। নীল বিদ্রোহ দমন করার জন্য ইংরেজ সরকার 'নীল কমিশন' (Indigo Commision) গঠন করে। কমিশন সরজমিনে নীলচাষীদের অভিযোগের সত্যতা পায়। ফলে সরকার একটি আইন দ্বারা ঘোষণা করেন যে, নীলকররা বলপূর্বক চাষিদের নীলচাষে বাধ্য করতে পারবে না এবং সেটা করলে আইনত দণ্ডনীয় হবে। এ আইন পাসের ফলে ১৮৬২ সালে নীল বিদ্রোহের অবসান হয়। নীল আন্দোলনের তীব্রতা ও 'নীল কমিশন'-এর রিপোর্ট, সেই সঙ্গে রাসায়নিকভাবে প্রস্তুত নীল বাজারে আসার প্রভাবে বাংলায় নীল চাষ ধীরে ধীরে ফুরিয়ে যায়।

MCQ Solution

১. কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয় কোন সালে? [মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক : ১৭]

ক) ১৭৬৫ খ) ১৭৮১
গ) ১৮০০ ঘ) ১৮১৩

উত্তর: খ

২. ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বাঙালিদের প্রথম বিদ্রোহ- [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (খ ইউনিট) : ১০-১১]

ক) ফকির ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহ খ) নীল বিদ্রোহ
গ) আগস্ট (১৯৪২) বিদ্রোহ ঘ) সিপাহি বিদ্রোহ

উত্তর: ক

Download More PDF @
www.BDNiyog.com
Collected by : Mohammad Ruhul Kabir Reza Edited by : Ajgar Ali Copyright : https://www.facebook.com/groups/bcsspotlight
Scanned by CamScanner

www.bdniyog.com

৩. ফকিররা কত সাল থেকে কত সাল পর্যন্ত বাংলার বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ করেছিল? [রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (টগর) : ১১]
ক ১৭৮১ থেকে ১৮৪০ পর্যন্ত খ ১৭৬০ থেকে ১৮৪০ পর্যন্ত
গ ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ পর্যন্ত ঘ ১৮১৯ থেকে ১৮৬২ পর্যন্ত উত্তর: খ

৪. ফকির আন্দোলন সংঘটিত হয় কোন শতাব্দীতে? [জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়(ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা বিভাগ) : ০৯-১০]
ক সপ্তদশ শতাব্দীতে খ অষ্টদশ শতাব্দীতে
গ উনবিংশ শতাব্দীতে ঘ বিংশ শতাব্দীতে উত্তর: খ

৫. ফকির আন্দোলনের নেতা কে? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (ইছামতি) : ১০]
ক সিরাজ শাহ খ মোহসীন আলী
গ মজনু শাহ ঘ জহীর শাহ উত্তর: গ

৬. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি চট্টগ্রামের শাসনভার লাভ করে- [চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (ঘ ইউনিট) : ০৩-০৪]
ক ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে খ ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে
গ ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে ঘ ১৬৮৫ খ্রিস্টাব্দে উত্তর: ক

৭. ব্রিটিশ বনিকদের বিরুদ্ধে একজন চাকমা জুমিয়া নেতা বিদ্রোহের পতাকা উড়িয়েছিলেন, তাঁর নাম- [১৭তম বিসিএস]
ক রাজা ত্রিদিব রায় খ রাজা ত্রিভুবন চাকমা
গ জুম্মা খান ঘ জোয়ান বকস খাঁ উত্তর: ঘ

৮. বাঁশের কেল্লাখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী কে? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (যমুনা) : ১২/ পাবলিক সার্ভিস কমিশনে সহকারী পরিচালক : ০৪]
ক ফকির মজনু শাহ খ দুদু মিয়া
গ তিতুমীর ঘ মীর কাসিম উত্তর: গ

৯. তিতুমীরের দুর্গের মূল উপাদান কি ছিল? [হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার : ১৪]
ক ইট খ পাথর
গ বাঁশ ঘ কাঠ উত্তর: গ

১০. তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা কোথায় অবস্থিত ছিল? [প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের হিসাব সহকারী : ১১/ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (ইতিহাস বিভাগ) : ০৮-০৯ / প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (চলন বিলা) : ০৬]
ক বারাসাত খ নারিকেলবাড়িয়া
গ চাঁদপুর ঘ হায়দারপুর উত্তর: খ

১১. ব্রিটিশ আমলে বাংলাদেশে যে সব আন্দোলন হয়েছিল তার মধ্যে কোনটি প্রধান? [প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের হিসাব সহকারী : ১১/ রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (জবা) : ১১ / প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (শরৎ) : ১০]
ক হাসেমী আন্দোলন খ কোরায়েশী আন্দোলন
গ ফরায়েজী আন্দোলন ঘ সৈয়দী আন্দোলন উত্তর: গ

১২. ফরায়েজী আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র ছিল- [রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (সমাজকর্ম) : ০৮-০৯]
ক ফরিদপুর খ শরীয়তপুর
গ খুলনা ঘ যশোর উত্তর: ক

১৩. বাংলায় ফরায়েজী আন্দোলনের উদ্যোক্তা (সূচনাকারী) কে ছিলেন? [বাতিলকৃত ২৪ তম বিসিএস / ২১তম বিসিএস / ২০তম বিসিএস/ সোনালী ব্যাংক লি. অফিসার (ক্যাশ) : ১৪ / বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক : ১১]
ক শাহ ওয়ালীউল্লাহ খ হাজী শরীয়তুল্লাহ
গ পীর মহসীন ঘ তিতুমীর উত্তর: খ

Download More PDF @
www.BDNiyog.com

Scanned by CamScanner

১৪. ফরায়েজী আন্দোলনের নেতা কে ছিলেন? [জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (খ ইউনিট) : ১০ - ১১ / মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের অধীনে উপজেলা মহিলা কর্মকর্তা : ০৫ / আবহাওয়া অধিদপ্তরের অধীন সহকারী আবহাওয়াবিদ : ০৪]

ক) তিতুমীর
খ) হাজী শরীয়তউল্লাহ
গ) ইসমাইল হোসেন সিরাজী
ঘ) কেরামত আলী

উত্তর: খ

১৫. হাজী শরীয়তউল্লাহ কোন জেলায় জন্মগ্রহণ করেন? [অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রশাসনিক কর্মকর্তা : ০৪]

ক) শরীয়তপুর
খ) মাদারীপুর
গ) ফরিদপুর
ঘ) যশোর

উত্তর: খ

১৬. 'জমি থেকে খাজনা আদায় আল্লাহর আইনের পরিপন্থী' - এটি কার ঘোষণা? [১৪তম বিসিএস]

ক) তিতুমীর
খ) ফকির মজনু শাহ
গ) দুদু মিয়া
ঘ) হাজী শরীয়তুল্লাহ

উত্তর: গ

১৭. ফরায়েজী আন্দোলনকে কোন নেতা রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপদান করেন? [রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (গোলাপ) : ১১]

ক) হাজী শরীয়তউল্লাহ
খ) তিতুমীর
গ) দুদু মিয়া
ঘ) নবাব সলিমুল্লাহ

উত্তর: গ

১৮. দুদু মিয়া কোন আন্দোলনের সাথে জড়িত? [তথ্য মন্ত্রণালয়ের সহকারী পরিচালক (গণযোগাযোগ প্রশিক্ষণ) : ০১]

ক) তেভাগা
খ) ফরায়েজী
গ) স্বদেশি
ঘ) ওয়াহাবী

উত্তর: খ

১৯. চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাংলার কৃষকরা ভূমিদাসে পরিণত হয়। এ অবস্থা দীর্ঘকাল চলতে থাকে। বিশ শতকের প্রথমার্ধে এর বিরুদ্ধে প্রধানত বাংলায় গড়ে ওঠে শক্তিশালী - [জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (ইতিহাস) : ১৩-১৪]

ক) ওয়াহাবি আন্দোলন
খ) ফরায়েজী আন্দোলন
গ) প্রজা আন্দোলন
ঘ) স্বদেশি আন্দোলন

উত্তর: খ

২০. প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম কোনটি? [স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন কারা তত্ত্বাবধায়ক : ০৫]

ক) তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা
খ) জালিয়ানওয়ালাবাগের সংগ্রাম
গ) অসহযোগ আন্দোলন
ঘ) সিপাহি বিপ্লব

উত্তর: ঘ

২১. পাক-ভারত-বাংলা এই উপমহাদেশের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ কোন সনে শুরু হয়? [বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের উপ-সহকারী : ১২ / প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (করতোয়া) : ১০ / স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন কারা তত্ত্বাবধায়ক : ০৫]

ক) ১৭৫১
খ) ১৮৫৭
গ) ১৯৫২
ঘ) ১৯৭১

উত্তর: খ

২২. উপমহাদেশে সিপাহি বিদ্রোহ শুরু হয় কোন সালে? [খাদ্য অধিদপ্তরের সহকারী উপ-খাদ্য পরিদর্শক : ০৯]

ক) ১৭৫০
খ) ১৭৫৭
গ) ১৮৫০
ঘ) ১৮৫৭

উত্তর: ঘ

২৩. ভারতবর্ষে কোন সনে সিপাহি বিদ্রোহ হয়? [বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক : ১৪/ পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর কর্মচারী : ১৩/ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপপরিদর্শক : ১৩/ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের হিসাব সহকারী : ১৩]

ক) ১৭৫৭
খ) ১৮৫০
গ) ১৮৫৭
ঘ) ১৭৯৩

উত্তর: গ

২৪. ঢাকায় ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহের স্মৃতিজড়িত স্থানের নাম– [জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (ঘ ইউনিট) : ১৪ - ১৫ / ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (খ ইউনিট) : ০৭-০৮]

ক) ন্যাশনাল পার্ক
খ) সোহরাওয়ার্দী উদ্যান
গ) বাহাদুর শাহ পার্ক
ঘ) রমনা পার্ক

উত্তর: গ

BCS Spotlight

Download More PDF @
www.BDNiyog.com

Collected by : Mohammad Ruhul Kabir Reza Edited by : Ajgar Ali Copyright : https://www.facebook.com/groups/bcsspotlight

Scanned by CamScanner

www.bdniyog.com

২৫. নীল বিদ্রোহ কখন সংঘটিত হয়? [ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা : ০৩]
ⓐ ১৪৪২ - ৪৪ সালে ⓑ ১৮৫৯ - ৬২ সালে
ⓒ ১৮৯৪ - ৯৬ সালে ⓓ ১৯১৭ - ২০ সালে উত্তর: খ

২৬. বাংলাদেশে নীল বিদ্রোহের অবসান হয়- [রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (সমাজকর্ম) ০৮-০৯]
ⓐ ১৮৫৮ সালে ⓑ ১৮৫৬ সালে
ⓒ ১৮৬০ সালে ⓓ ১৮৬২ সালে উত্তর: ঘ

২৭. কি কারণে বাংলাদেশ হতে নীলচাষ বিলুপ্ত হয়? [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড সহকারী সচিব : ১৫/ সহকারী জজ : ০৯]
ⓐ নীলচাষ নিষিদ্ধ করার ফলে ⓑ নীলকরদের অত্যাচারের ফলে
ⓒ নীলচাষীদের বিদ্রোহের ফলে ⓓ কৃত্রিম নীল আবিষ্কারের ফলে উত্তর: গ

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা (Foundation of Indian National Congress)

১৮৮৫ সালে 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস' বা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় । এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ সিভিলিয়ন অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম। ১৮৮৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর বোম্বেতে (বর্তমান মুম্বাই) ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

নিখিল ভারত মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা (Foundation of the All India Muslim League)

১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর ঢাকায় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলিম লীগের প্রকৃত নাম ছিল 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ'। মুসলিম লীগ গঠনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন নবাব সলিমুল্লাহ, আগা খান এবং নওয়াব ভিকার-উল-মুলক।

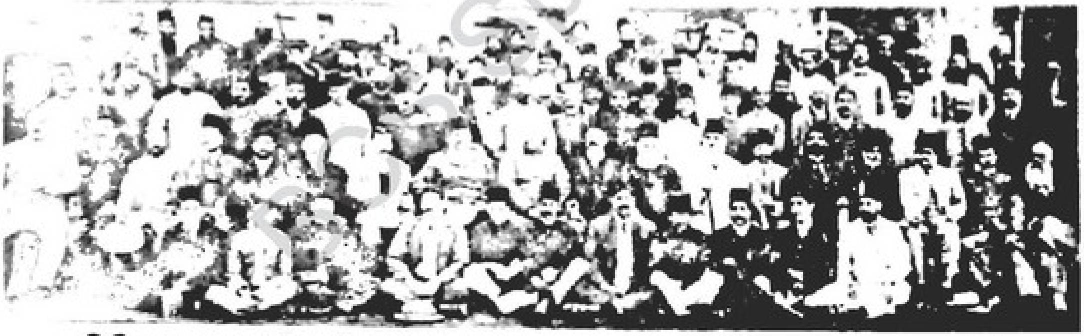

নিখিল ভারত মুসলিম লীগের প্রথম অধিবেশন, আহসান মঞ্জিল, ঢাকা (১৯০৬ খ্রি.)

MCQ Solution

১. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় -[জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (ইতিহাস) : ১২-১৩ / রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (ইতিহাস) : ০৭-০৮]
ⓐ ১৭৮৫ ⓑ ১৮৮৫
ⓒ ১৯০৫ ⓓ ১৯০৬ উত্তর: খ

২. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন- [রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ) : ০৮-০৯]
ⓐ জওহরলাল নেহেরু ⓑ মহাত্মা গান্ধী
ⓒ অক্টোভিয়ান হিউম ⓓ ইন্দিরা গান্ধী উত্তর: গ

Download More PDF @
www.BDNiyog.com

Scanned by CamScanner

৩. **সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি-** [রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (ইতিহাস বিভাগ) : ০৮-০৯]
ⓚ এ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম ⓛ আনন্দমোহন বসু
ⓖ মতিলাল নেহেরু ⓘ উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় **উত্তর: ঘ**

৪. **কত সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়?** [ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (বি ইউনিট) : ১৩-১৪/প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (শরৎ) : ১০/জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (খ ইউনিট) : ০৫-০৬/ দুর্নীতি দমন ব্যুরোর সহকারী পরিদর্শক : ০৪]
ⓚ ১৯০৩ সালে ⓛ ১৯০৪ সালে
ⓖ ১৯০৫ সালে ⓘ ১৯০৬ সালে **উত্তর: ঘ**

৫. **নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয় কোন শহরে-** [রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (ইতিহাস) : ০৭-০৮ / জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (ঘ ইউনিট) : ০৬-০৭]
ⓚ ফরিদপুরে ⓛ ঢাকায়
ⓖ করাচিতে ⓘ কোলকাতায় **উত্তর: খ**

৬. **কে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করেন?** [প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক (ড্যাফোডিল) : ১২ / প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের হিসাব সহকারী : ১১]
ⓚ মাওলানা ভাসানী ⓛ নবাব সলিমুল্লাহ
ⓖ সৈয়দ আমীর আলী ⓘ হাজী মুহম্মদ মহসীন **উত্তর: খ**

স্বদেশী আন্দোলন (The Swadeshi Movement)

বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে যে আন্দোলন গড়ে উঠে তাকে সাধারণভাবে স্বদেশী আন্দোলন বলে। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী দাবি করতেন যে, মন্দিরসমূহে স্বদেশী শপথ পদ্ধতি ব্যবহারকারী তিনিই প্রথম ব্যক্তি । কবি মুকুন্দ দাস বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে 'পড়ো না রেশমী চুড়ি বঙ্গনারী' গান গেয়ে জনগণের মধ্যে স্বদেশী আন্দোলনের পক্ষে তীব্র আবেগ সৃষ্টি করেন।

প্রথম পর্যায়	সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দান এবং প্রস্তাব গ্রহণের মাধ্যমে প্রতিবাদজ্ঞাপন।
দ্বিতীয় পর্যায়	আত্মশক্তি গঠন ও জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন।
তৃতীয় পর্যায়	বয়কট বা বিলাতী পণ্য বর্জন এবং স্বদেশী পণ্যের উৎপাদন ও ব্যবহার। বয়কট নীতি সফল করতে কৃষ্ণকুমার মিত্র, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদ এবং মতিলাল ঘোষ তাঁদের লেখনী দ্বারা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।
চতুর্থ পর্যায়	বৈপ্লবিক বা সশস্ত্র আন্দোলন (১৯১১ - ১৯৩০ খ্রি.)।

বাংলায় সশস্ত্র বৈপ্লবিক আন্দোলন (The Armed Resistance in Bengal)

১৯০৬ সাল থেকে পরিচালিত এ বৈপ্লবিক আন্দোলনকে ব্রিটিশ সরকার সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন হিসাবে চিহ্নিত করে। ঢাকার 'অনুশীলন সমিতি' এবং কলকাতার 'যুগান্তর পার্টি' ছিল বৈপ্লবিক আন্দোলনের দুই প্রধান শক্তিশালী সংগঠন। ঢাকায় 'অনুশীলন সমিতি'র নেতা ছিলেন পুলিন বিহারী দাশ এবং 'যুগান্তর পার্টি'র নেতা ছিলেন বাঘা যতীন (প্রকৃত নাম যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়)।

বিপ্লবীরা ১৯০৮ সালে বাংলার গভর্নর এন্ড্রু ফ্রেজার এবং পূর্ববঙ্গ ও আসামের লেফটেন্যান্ট গভর্নর ব্যামফিল্ড ফুলারকে হত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। এরপর বিপ্লবীদের লক্ষ্য ছিল প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংস ফোর্ড। ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকি বিহারের মোজাফফরপুরে কিং ফোর্ডের গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষেপ করেন। কিন্তু কিংসফোর্ড গাড়িতে ছিলেন না, ছিলেন অন্য এক ইংরেজের স্ত্রী ও কন্যা। এ বোমায় উভয়ই নিহত হন। ক্ষুদিরাম ধরা পড়েন এবং তাঁর ফাঁসি হয়। প্রফুল্ল চাকি আত্মহত্যা করেন।

Download More PDF @
www.BDNiyog.com
Collected by : Mohammad Ruhul Kabir Reza Edited by : Ajgar Ali Copyright : https://www.facebook.com/groups/bcsspotlight
Scanned by CamScanner

ক্ষুদিরাম	মাস্টার দা সূর্যসেন	প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার

বঙ্গভঙ্গ রদের পরেও বিপ্লবী আন্দোলন চলতে থাকে। বাংলার সশস্ত্র আন্দোলনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ঘটনা। এই দুঃসাহসিক অভ্যুত্থানের নেতা ছিলেন স্থানীয় ন্যাশনাল ইনস্টিটিউটের শিক্ষক সূর্যসেন যিনি মাস্টার দা নামে পরিচিত। ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল তিনি তাঁর দলবল নিয়ে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করেন। অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বরে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের নেতৃত্বে পাহাড়তলীর রেলওয়ে ক্লাব আক্রমণ। ব্রিটিশ সরকার সূর্যসেনসহ অধিকাংশ বিপ্লবীকে ধরতে সমর্থ হয়। ১৯৩৪ সালের ১২ জানুয়ারি চট্টগ্রামে সূর্যসেনের ফাঁসি হয়।

MCQ Solution

১. বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলনের নেতৃত্ব দান করেন কে? [যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক : ১৪]
ⓚ বলভভাই প্যাটেল ⓚ অরবিন্দ ঘোষ
ⓖ হাজী শরীয়তউল্লাহ ⓖ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তর: ঘ

২. স্বদেশী আন্দোলন কি? [পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর পরিবারকল্যাণ (FWV) প্রশিক্ষার্থী : ১৩]
ⓚ কুটির শিল্পের পুনরুজ্জীবনের আন্দোলন
ⓚ ইংরেজ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন
ⓖ পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে পরিচালিত স্বাধীনতা আন্দোলন
ⓖ মুঘলবিরোধী স্বাধিকার আন্দোলন উত্তর: খ

৩. কে বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে 'পড়ো না রেশমী চুড়ি বঙ্গনারী' গান গেয়ে জনগণের মধ্যে স্বদেশী আন্দোলনের পক্ষে তীব্র আবেগ সৃষ্টি করেন? [জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (ইতিহাস) : ১৩-১৪]
ⓚ কবি মুকুন্দ দাস ⓚ সৈয়দ আমীর আলী
ⓖ বঙ্কিম চন্দ্র ⓖ সুভাষ চন্দ্র বসু উত্তর: ক

৪. নিশাত বুদ্ধিমতী। তার খাদ্য তালিকায়, পোশাক পরিচ্ছদে সব সময় ব্যবহৃত হয় দেশীয় পণ্য। নিশাত আমাদের মনে করিয়ে দেয় – [জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (ইতিহাস) : ১৩-১৪]
ⓚ অসহযোগ আন্দোলন ⓚ ফারায়েজি আন্দোলন
ⓖ খিলাফত আন্দোলন ⓖ স্বদেশী আন্দোলন উত্তর: ঘ

৫. ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট কিংস ফোর্ডকে হত্যার জন্য কে বোমা নিক্ষেপ করে? [বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর পরিসংখ্যান অ্যাসিস্টেন্ট অফিসার : ১৪]
ⓚ ক্ষুদিরাম ⓚ মাস্টার দা সূর্যসেন
ⓖ তিতুমীর ⓖ আসাদুজ্জামান আসাদ উত্তর: ক

Download More PDF @
www.BDNiyog.com
Scanned by CamScanner

৬. যে ইংরেজকে হত্যার অভিযোগে ক্ষুদিরামকে ফাঁসি দেয়া হয় তার নাম- [রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (ইতিহাস বিভাগ) : ০৮-০৯]
ⓚ কিংসফোর্ড ⓚ লর্ড হার্ডিঞ্জ
ⓖ হাডসন ⓖ সিম্পসন
উত্তর: ক

৭. চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত হয় কোন সালে? [রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (গোলাপ) : ১১]
ⓚ ১৯১১ সালে ⓚ ১৯১৫ সালে
ⓖ ১৯২১ সালে ⓖ ১৯৩০ সালে
উত্তর: ঘ

৮. কে ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা যুদ্ধের নেতা? [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (চ ইউনিট) : ১৪-১৫]
ⓚ বল্লাল সেন ⓚ অমর্ত্য সেন
ⓖ সূর্যসেন ⓖ বনলতা সেন
উত্তর: গ

৯. মাস্টারদা সূর্যসেনের ফাঁসি কার্যকর হয়েছিল? [চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (ঘ ইউনিট) : ০৯-১০]
ⓚ মেদিনীপুরে ⓚ ব্যারাকপুরে ⓖ চট্টগ্রামে
ⓖ আন্দামানে ⓤ কুমিল্লায়
উত্তর: গ

১০. প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার সম্পৃক্ত ছিলেন- [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (খ ইউনিট) : ০০-০১]
ⓚ তেভাগা আন্দোলনে ⓚ ব্রিটিশ বিরোধী সন্ত্রাসী আন্দোলন
ⓖ ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে ⓖ সত্যাগ্রহ আন্দোলন
উত্তর: খ

১১. প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার কার শিষ্য ছিলেন? [পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রশাসনিক কর্মকর্তা : ০১]
ⓚ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের ⓚ মাস্টারদা সূর্যসেনের
ⓖ নেতাজী সুভাস চন্দ্র বসুর ⓖ মহাত্মা গান্ধীজীর
উত্তর: খ

রাওলাট আইন ও জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড (Rowlatt Act & Jallianwala bagh killing)

ভারতের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন এবং বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন প্রতিহত করার জন্য ব্রিটিশ সরকার ১৯১৮ সালে কুখ্যাত ও প্রতিক্রিয়াশীল রাওলাট আইন প্রবর্তন করে। এই আইনের দ্বারা সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ এবং যে কোনো লোককে নির্বাসন এবং বিনা বিচারে কারাদণ্ড ও নির্বাসন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। পাঞ্জাবে কুখ্যাত রাওলাট আইনের প্রতিবাদে জনগণের শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রা ও প্রতিবাদ চলাকালে সরকার গুলি চালিয়ে কিছু লোককে হত্যা করে। এর প্রতিবাদে ১৯১৮ সালের ১৩ এপ্রিল অমৃতসরের জালিয়ান ওয়ালাবাগ উদ্যানে ১০ হাজার মানুষ সমবেত হয়। জেনারেল ডায়ার সমবেত জনগণকে কোনরূপ হুশিয়ারি প্রদান না করে তার সেনাবাহিনীকে গুলিবর্ষণের নির্দেশ দেন। এতে বহুলোক হতাহত হয়। জালিয়ান ওয়ালাবাগ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কাহিনী প্রচারিত হলে সমস্ত ভারতে প্রতিবাদের ঝড় উঠে।

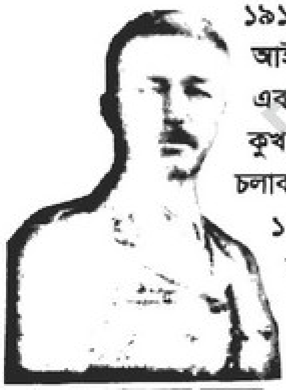
কুখ্যাত জেনারেল ডায়ার

খিলাফত আন্দোলন (The Kilafat Movement)

ভারতীয় মুসলমানগণ তুরস্কের সুলতানকে খলিফা বলে মান্য করত এবং মুসলিম জাহানের ঐক্যের প্রতীক বলে মনে করত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক ব্রিটিশ বিরোধী শিবিরে যোগ দেয়। এতে ভারতের মুসলমানরা পড়ে মহাফাঁপড়ে। একদিকে তারা ছিল ব্রিটিশ সরকারের অনুগত প্রজা অপরদিকে তুরস্কের সুলতান ছিল তাদের খলিফা। বৃটিশ সরকার মুসলমানদের আশ্বাস দেয় তুরস্কের প্রতি কোন অবিচার করা হবেনা। সরল বিশ্বাসে মুসলমানগণ ব্রিটিশ সরকারকে সমর্থন জোগায়। যুদ্ধে মিত্রপক্ষের জয়ের

Download More PDF @
www.BDNiyog.com
Collected by : Mohammad Ruhul Kabir Reza Edited by : Ajgar Ali Copyright : https://www.facebook.com/groups/bcsspotlight
Scanned by CamScanner

www.bdniyog.com

ফলে ব্রিটিশরা তুরস্কের ক্ষতি সাধন করে। তুরস্ককে ভেঙ্গে চুরমার করে মুসলমানদের মনে প্রবল আঘাত হানে। তুর্কী সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা এবং খিলাফতের পবিত্রতা রক্ষার জন্য ১৯১৯ সালে মাওলানা মোহাম্মদ আলী, মাওলানা শওকত আলী, ড. আনসারী, আবুল কালাম আজাদ, হাকিম আজমল খান প্রমুখ যে আন্দোলন শুরু করেন তা খিলাফত আন্দোলন নামে পরিচিত।

অসহযোগ আন্দোলন (The Non-Cooperation Movement)

অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলনের জনক মহাত্মা গান্ধী। রাউলাট আইন ও জালিয়ান ওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ১৯২০ সালের ১০ মার্চ গান্ধী অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করেন। এর অর্থ হল ভারতীয়গণ ব্রিটিশ সরকারের সাথে সহযোগিতা করা থেকে বিরত থাকবে, অফিস আদালতে কাজ করবে না, ব্রিটিশ সরকারের দেওয়া উপাধি বর্জন করবে ইত্যাদি। ১৯২০ সালের ৮ সেপ্টেম্বর কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে অসহযোগ এবং খিলাফত আন্দোলন যুগপৎভাবে পরিচালনার সিদ্ধান্ত হয়। ১৯২২ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি উত্তর প্রদেশের চৌচিরানামক একটি গ্রামে পুলিশ ও বিক্ষোভকারীদের মধ্য সংঘর্ষ হয়। জনতা থানায় আগুন লাগিয়ে দেয়। ২২ জন পুলিশ পুড়ে মারা যায়। আন্দোলন অহিংস থাকছেনা বলে গান্ধিজী আন্দোলন স্থগিত ঘোষণা করেন। অসহযোগ আন্দোলন সমাপ্তির পর খিলাফত আন্দোলনও দূর্বল হয়ে পড়ে। এ সময় মোস্তফা কামাল তুরস্কের ক্ষমতায় আসেন এবং খিলাফতের অবসান ঘটে। ফলে খিলাফত আন্দোলনেরও সমাপ্তি ঘটে।

মহাত্মা গান্ধী

স্বরাজদল ও বেঙ্গল প্যাক্ট (১৯২৩ খ্রি.)

চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে কংগ্রেসের একাংশ ১৯২৩ সালে স্বরাজ পার্টি গঠন করে। ১৯২৩ সালের নির্বাচনে স্বরাজ দল কেন্দ্রীয় আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। স্বরাজদল বাংলার আইন পরিষদে দ্বৈতশাসনব্যবস্থা অচল করার জন্য নির্বাচিত মুসলমান সদস্যদের সমর্থন লাভের চেষ্টা করেন। চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটি বাংলার মুসলমানদের সাথে ১৯২৩ সালে একটি সমঝোতায় পৌছান। এ সমঝোতা বেঙ্গল প্যাক্ট বা বাংলা চুক্তি নামে পরিচিত। এটি ছিল বাংলায় হিন্দু-মুসলমানদের মিলনের জন্য একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

সাইমন কমিশন (১৯২৭-৩০ খ্রি.)

১৯২৭ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার ভারতে আরও রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক অধিকার দেওয়ার সম্ভাবনা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে ৮ সদস্যের একটি বিধিবদ্ধ পার্লামেন্টারি কমিশন গঠন করে। স্যার জন সাইমনকে এ কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়। এ কমিশনে কোন ভারতীয় প্রতিনিধি ছিল না। ১৯৩০ সালে এই কমিশন রিপোর্ট প্রকাশ করে।

আইন অমান্য আন্দোলন (The Civil Disobedience Movement)

গান্ধী ভারতে 'পূর্ণ স্বরাজ্য' প্রতিষ্ঠার দাবিতে ১৯৩০ সালে আইন অমান্য ও সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করেন। ব্রিটিশ সরকার মারাত্মক নিপীড়নের মাধ্যমে আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করার চেষ্টা করে। ১৯৩২ সালে গান্ধী সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করে দেন।

Download More PDF @
www.BDNiyog.com

Scanned by CamScanner

ভারত শাসন আইন (১৯৩৫ খ্রি.)

সাইমন কমিশন ও গোলটেবিল বৈঠকের আলোকে ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইন প্রবর্তন করা হয়। এই আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ভারত শাসনে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার পদ্ধতি এবং প্রদেশগুলোর প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন।

MCQ Solution

১. কে অসহযোগ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন? [স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের স্বাস্থ্য সহকারী : ১০/প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (পুরুষ) : ১০]

ⓚ গান্ধীজি ⓚ মওলানা শওকত আলী
ⓖ জহরলাল নেহেরু ⓖ বিপিনচন্দ্র পাল **উত্তর: ক**

২. খিলাফত আন্দোলনের অন্যতম নেতা- [রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (ইতিহাস বিভাগ) : ০৮-০৯]

ⓚ খাজা নাজিমউদ্দীন ⓚ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ
ⓖ মওলানা মোহাম্মদ আলী ⓖ এ,কে ফজলুল হক **উত্তর: গ**

৩. অসহযোগ এবং খেলাফত আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত স্মরণীয় নায়ক কে? [খাদ্য অধিদপ্তরের পরিদর্শক : ৯৬]

ⓚ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ⓚ মাওলানা মোহাম্মদ আলী
ⓖ আগা খান ⓖ আবদুর রহিম **উত্তর: খ**

৪. ১৯০৫ ও ১৯২৩ সালে দুটি আমাদের জাতীয় জীবনের কোন দুটি ঐতিহাসিক ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত? [জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (বাংলা বিভাগ) : ০৯-১০]

ⓚ বঙ্গভঙ্গ, বেঙ্গল প্যাক্ট চুক্তি সম্পাদিত হয়
ⓚ খেলাফত আন্দোলন, বিপ্লবী আন্দোলন
ⓖ বঙ্গভঙ্গ রদ, গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন
ⓖ গান্ধীর ভারত আগমন, বিপ্লবী আন্দোলন **উত্তর: ক**

৫. 'বেঙ্গল প্যাক্ট' কার উদ্যোগে স্বাক্ষরিত হয়? [বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় (ঘ ইউনিট) : ১৪-১৫]

ⓚ এ. কে ফজলুল হক ⓚ খাজা নাজিমউদ্দীন
ⓖ সুভাস চন্দ্র বসু ⓖ চিত্তরঞ্জন দাশ **উত্তর: ঘ**

ভারত বিভাগপূর্ব রাজনীতি

১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক নির্বাচন (Provincial Election of 1937)

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ১৯৩৭ সালে কার্যকর হয়। অবিভক্ত বাংলায় ১৯৩৭ সালে প্রথম প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে মুসলিম লীগ ৪০ টি আসনে, কৃষক প্রজা পার্টি ৩৫ টি আসনে এবং স্বাতন্ত্র্য মুসলমান ৪১ টি আসনে এবং স্বাতন্ত্র্য হিন্দু ১৪ টি আসনে বিজয়ী হয়।

একে ফজলুল হকের প্রথম মন্ত্রিসভা (The First Ministry of Fazlul Huq)

কোনো দল একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জনে ব্যর্থ হওয়ায় এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ ও কৃষক-প্রজা পার্টির কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়। অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হন এ. কে ফজলুল হক। বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের বিষয়টি তদন্ত করে দেখার জন্য ১৯৩৮ সালে হক মন্ত্রিসভা একটি কমিশন গঠন করে যা 'ফ্লাউড কমিশন' নামে পরিচিত। ১৯৩৮ সালে হক মন্ত্রিসভা বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধন করে জমিদারদের অধিকার হ্রাস এবং কৃষকদের অধিকার বৃদ্ধির চেষ্টা করেন। ১৯৩৮ সালে বঙ্গীয় চাষী খাতক আইন প্রবর্তন করেন। এই আইনের ফলে বাংলার

Download More PDF @
www.BDNiyog.com
BCS Spotlight
Collected by : Mohammad Ruhul Kabir Reza Edited by : Ajgar Ali Copyright : https://www.facebook.com/groups/bcsspotlight
Scanned by CamScanner

www.bdniyog.com

সর্বত্র 'ঋণ সালিসি বোর্ড' গঠিত হয়। ফজলুল হক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা আইন প্রণয়ন করেন। ঢাকার কৃষি কলেজ এবং বরিশালের চাখার কলেজ স্থাপনের কৃতিত্ব হক সাহেবের। মুসলিম নারীদের শিক্ষার জন্য ঢাকায় ইডেন কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।

একে ফজলুল হকের দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা (The Second Ministry of Fazlul Huq)

১৯৪১ সালে মুহম্মদ আলী জিন্নাহর সাথে মতানৈক্যর ফলে এ কে ফজলুল হক মুসলিম লীগ থেকে পদত্যাগ করেন। তিনি ড. শ্যামপ্রসাদের সাথে কোয়ালিশন সরকার গঠন করেন। এ মন্ত্রিসভা শ্যামা-হক মন্ত্রিভা নামে পরিচিত। এই মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন এ কে ফজলুল হক। ১৯৪৩ সালে এই মন্ত্রিসভার পতন হয়।

খাজা নাজিমউদ্দীনের মন্ত্রিসভা

১৯৪৩ সালে শ্যামা-হক মন্ত্রিসভার পতন ঘটলে খাজা নাজিমউদ্দীনের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা গঠন করে।

লাহোর প্রস্তাব (Lahore Resolution)

লাহোর প্রস্তাব

১৯৩৯ সালে মুহম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা করেন যে, হিন্দু মুসলমান দুটি আলাদা জাতি। তার এ ঘোষণা 'দ্বিজাতি তত্ত্ব' হিসাবে পরিচিত। ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ লাহোরে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সভাপতিত্বে মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ঐতিহাসিক 'লাহোর প্রস্তাব' উত্থাপন করেন। লাহোর প্রস্তাবের মূলকথা ছিল উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলীয় মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলো নিয়ে একাধিক স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করতে হবে। অন্য কোনো ব্যবস্থা মুসলমানদের নিকট গ্রহণযোগ্য হবেনা। লাহোর প্রস্তাবে পাকিস্তানের কোনো উল্লেখ ছিলনা। তবুও এ প্রস্তাব পাকিস্তান প্রস্তাব নামেও পরিচিত। পরবর্তীকালে এ প্রস্তাবের সংশোধন করা হয়। একাধিক রাষ্ট্রের পরিবর্তে একটি মাত্র রাষ্ট্রগঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ প্রস্তাবের ভিত্তিতেই পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়।

ক্রিপস মিশন (The Cripps Mission)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান মিত্র পক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করলে জাপানি আক্রমণের বিরুদ্ধে এ দেশীয় সাহায্য সহযোগিতা লাভ করার জন্য তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে ১৯৪২ সালে এ উপমহাদেশে প্রেরণ করেন। তিনি রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে যে কয়টি প্রস্তাব করেন, তা 'ক্রিপস প্রস্তাব' নামে খ্যাত।

ভারত ছাড় আন্দোলন (Quit India Movement)

ভারতের রাজনৈতিক সংকট নিরসনে ক্রিপস মিশন ব্যর্থ হলে ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে 'ভারত ছাড়' দাবিতে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়।

Download More PDF @
www.BDNiyog.com

Scanned by CamScanner

১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ (The Famine of 1943)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানিরা বার্মা দখল করলে এখান থেকে বাংলায় চাল আমদানি বন্ধ হয়ে যায়।

পক্ষান্তরে বাংলার খাদ্য শস্য ক্রয় করে বাংলার বাহিরে সৈন্যদের রসদ হিসাবে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। অসাধু, লোভী ও মুনাফাখোর ব্যবসায়ীরা খাদ্য গুদামজাত করে। এছাড়া অনাবৃষ্টির ফলে বাংলার খাদ্য উৎপাদনও হ্রাস পায়। ফলে ১৯৪৩ সালে বাংলায় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়। এ দুর্ভিক্ষে আনুমানিক ৩০ লক্ষ লোক প্রাণ হারায়। বাংলা ১৩৫০ সালে সংঘটিত এই দুর্ভিক্ষ 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' নামে পরিচিত।

ইলা মিত্র

তেভাগা আন্দোলন (Tebhaga movement)

তেভাগা আন্দোলন ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাস হতে শুরু হয়ে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত চলে। মোট উৎপন্ন ফসলের তিনভাগের দুইভাগ পাবে চাষী, একভাগ পাবে জমির মালিক - এই দাবি থেকে তেভাগা আন্দোলনের সূত্রপাত। বাংলার প্রায় ১৯টি জেলায় তেভাগা আন্দোলন নামে কৃষক আন্দোলন শুরু হয়। তবে দিনাজপুর ও রংপুর জেলায় এই আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করেছিল। এ আন্দোলনের নেত্রী ছিলেন ইলা মিত্র।

BCS Spotlight

মন্ত্রী মিশন (The Cabinet Mission)

১৯৪৬ সালে ভারতের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক সংকট নিরসনের জন্য ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এটলি তার মন্ত্রিসভার তিন সদস্যকে ভারতে প্রেরণ করেন। এ তিন মন্ত্রীবিশিষ্ট প্রতিনিধি দল মন্ত্রিমিশন নামে পরিচিত।

১৯৪৬ সালের নির্বাচন ও সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভা
The Election of 1946 & the Suhrawardy Ministry

১৯৪৬ সালের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে আবুল হাসেম এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগ জয়লাভ করে। ১৯৪৬ সালের ২৪ এপ্রিল হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। এটি ছিল অবিভক্ত বাংলার শেষ মন্ত্রিসভা। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন অবিভক্ত বাংলার শেষ মুখ্যমন্ত্রী।

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

গান্ধীজীর বাংলাদেশ ভ্রমণ

১৯৪৬ সালের ৭ নভেম্বর জাতিগত সংঘাত রায়টের পর মহাত্মা গান্ধী নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ ভ্রমণ করেন।

Download More PDF @
www.BDNiyog.com

Collected by : Mohammad Ruhul Kabir Reza Edited by : Ajgar Ali Copyright : https://www.facebook.com/groups/bcsspotlight

Scanned by CamScanner

www.bdniyog.com

MCQ Solution

১. কৃষক প্রজা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা- [জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (মানবিক) : ০৫-০৬ / অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রশাসনিক কর্মকর্তা : ০৪]
ⓚ মাওলানা ভাসানী ⓚ এ.কে ফজলুল হক
ⓖ আবুল হাশিম ⓖ সোহরাওয়ার্দী উত্তর: খ

২. **Who was the first Chief Minister of the undivided Bengal?** [Probashi Kallyan Bank Ltd. Officer (cash) : 14]

Or,

অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী [ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (জি ইউনিট) : ১৩-১৪/ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (ব্যবস্থাপনা বিভাগ) : ০৮-০৯/ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঘ ইউনিট) : ০৭-০৮]
ⓐ Syed Mahmud ⓑ Syed Amir Ali
ⓒ Nawab Abdul Latif ⓓ ⓔ K. Fazlul Huq Ans: d

৩. বাংলায় 'ঋণ সালিশি আইন' কার আমলে প্রণীত হয়? [পাসপোর্ট ও ইমিগ্রেশন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক : ০৭ / ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঘ ইউনিট) : ০৪-০৫]
ⓚ এ. কে ফজলুল হক ⓚ এইচ. এস. সোহরাওয়ার্দী
ⓖ খাজা নাজিমউদ্দীন ⓖ নুরুল আমিন উত্তর: ক

৪. কোন নেতা জমিদারি প্রথা রদে প্রধান ভূমিকা পালন করেন? [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঘ ইউনিট) : ০৯-১০/ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (ঘ ইউনিট) : ০৬-০৭]
ⓚ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ⓚ মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী
ⓖ একে ফজলুল হক ⓖ আতাউর রহমান খান উত্তর: গ

৫. অবিভক্ত বাংলার দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী- [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (খ ইউনিট) : ০৮-০৯]
ⓚ আবুল হাসেম ⓚ এ কে ফজলুল হক
ⓖ শহীদ সোহরাওয়ার্দী ⓖ খাজা নাজিমউদ্দীন উত্তর: ঘ

৬. দ্বি-জাতি তত্ত্বের প্রবক্তা কে ছিলেন? [রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (ক ইউনিট) : ১৩-১৪/ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে চিফ ইন্সট্রাক্টর (নন্টেক) : ০৫]
ⓚ আল্লামা ইকবাল ⓚ স্যার সৈয়দ আহম্মদ
ⓖ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ⓖ স্যার সলিমুল্লাহ উত্তর: গ

৭. ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের উত্থাপক কে ছিলেন? [প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (মেঘনা) : ১৩ / প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক (ক্যামেলিয়া) : ১২/ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (খ ইউনিট) : ০৭-০৮]
ⓚ লিয়াকত আলী খান ⓚ এ.কে ফজলুল হক ⓖ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ
ⓖ খাজা নাজিমউদ্দীন ⓔ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী উত্তর: খ

৮. ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব কত তারিখে উত্থাপিত হয়? [রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (ইতিহাস বিভাগ) : ০৮-০৯/ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা (ঘ ইউনিট) : ০২-০৩]
ⓚ ১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪০ ⓚ ১৩ মার্চ, ১৯৪০
ⓖ ২৩ মার্চ, ১৯৪০ ⓖ ২৩ মার্চ, ১৯৪২ উত্তর: গ

৯. 'লাহোর প্রস্তাব' কত সালে উত্থাপিত (গৃহীত) হয়? [বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় (খ ইউনিট) : ১৪-১৫ / রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (ক ইউনিট) : ১৩-১৪]
ⓚ ১৯৩৫ ⓚ ১৯৪০
ⓖ ১৮৪০ ⓖ ১৯৪৫ উত্তর: খ

BCS Spotlight

Download More PDF @
www.BDNiyog.com

Scanned by CamScanner

১০. লাহোর প্রস্তাব ছিল– [মহা হিসাবরক্ষক ও নিরীক্ষক এর অধীনে 'অধীক্ষক' : ৯৮]
ⓚ স্বাধীন বাংলা প্রস্তাব ⓚ পাকিস্তান প্রস্তাব
ⓖ ভারত বিভাগের প্রস্তাব
ⓖ ভারতে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকার জন্য স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ গঠনের প্রস্তাব **উত্তর: ঘ**

১১. ক্রীপস মিশন কোন উদ্দেশ্যে এদেশে আগমন করে? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (করতোয়া) : ১০]
ⓚ অর্থনৈতিক ⓚ রাজনৈতিক
ⓖ সামাজিক ⓖ সাংস্কৃতিক **উত্তর: খ**

১২. 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' হয়েছিল ইংরেজি কত সালে? [পল্লী উন্নয়ন বোর্ড - এর মাঠকর্মী : ১৪/ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের উপ-প্রকল্প কর্মকর্তা : ১৩/ খাদ্য অধিদপ্তরের খাদ্য পরিদর্শক : ০৯]
ⓚ ১৯৪৩ সালে ⓚ ১৮৫০ সালে
ⓖ ১৯২১ সালে ⓖ ১৯৫০ সালে **উত্তর: ক**

১৩. ইলা মিত্র অংশগ্রহণ করেন- [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঘ ইউনিট) : ০২-০৩]
ⓚ ওয়াহাবী আন্দোলনে ⓚ নীল বিদ্রোহে
ⓖ তেভাগা আন্দোলনে ⓖ সিপাহি বিদ্রোহে **উত্তর: গ**

১৪. **Who was the leader of 'Tebhaga Andolon' of Bangladesh?** [Janata Bank Ltd. AEO : 15]

Or,

তেভাগা আন্দোলনের নেত্রী – [বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় (ঘ ইউনিট) : ১৪-১৫/ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা : ১৩/ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাইফার অফিসার : ১২/ আবহাওয়া অধিদপ্তরের সহকারী আবহাওয়াবিদ : ০৭]
ⓐ Ila Mitra ⓑ Sumitra Devi
ⓒ Taramon Bibi ⓓ Pritiata Waddedar **Ans. a**

১৫. ভারতে ক্যাবিনেট মিশন কখন এসেছিল? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (যমুনা) : ১২ / মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহকারী প্রধান শিক্ষক : ০৩]
ⓚ ১৯৪০ সালে ⓚ ১৯৪৬ সালে
ⓖ ১৯৪২ সালে ⓖ ১৯৪৭ সালে **উত্তর: খ**

১৬. **Who is the last chief Minister of undivided Bengal?** [RAKUB Senior Officer : 11/ Sonali, Janata, Agrani Bank Ltd. Senior Officer : 08]

Or,

অবিভক্ত বাংলার শেষ মুখ্যমন্ত্রী কে ছিলেন? [বাতিলকৃত ২৪ তম বিসিএস/ বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড সহকারী সচিব : ১৫/ বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় (ব ইউনিট) : ১৪-১৫ / বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক : ১১]
ⓐ A.K. Fazlul Haque ⓑ Huseyen Shahid Shurwardy
ⓒ Abul Hashem ⓓ Khaja Nazim Uddin
ⓔ None of them **Ans. b**

১৭. মহাত্মা গান্ধী বাংলাদেশের কোন জেলা সফর করেছিলেন? [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ব ইউনিট) : ০৪-০৫]
ⓚ নোয়াখালী ⓚ বরিশাল
ⓖ ঢাকা ⓖ খুলনা **উত্তর: ক**

BCS Spotlight

Download More PDF @
www.BDNiyog.com

Collected by : Mohammad Ruhul Kabir Reza Edited by : Ajgar Ali Copyright : https://www.facebook.com/groups/bcsspotlight

Scanned by CamScanner